MAR. 04 2000

দৈনিক ইনকিলাব

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সেশন জট ৩ বছর অতিক্রম করেছে

আব্দুল মালেক ঃ সংঘাত-সহিংসতায় রক্তাক্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার আড়াই মাস অতিক্রম হয়ে গেছে। গত বছর ১৯ ডিসেম্বর ছাত্রশিবিরের ২ জন নেতা হত্যার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে আছে। এই সুদীর্ঘ সময়েও সংকট নিরসনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচল হননি। এদিকে শত শত পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট ইতোমধ্যে ৩ বছর অতিক্রম করেছে। এই অবস্থায় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আব্দুল মান্নান চট্টগ্রামের মেয়রের হজ কাফেলার সঙ্গী হয়ে পবিত্র মক্কার উদ্দেশে আজ (শুক্রবার) চট্টগ্রাম ত্যাগ করছেন। এই সাথে লিয়াজোঁ কমিটি এবং তদন্ত কমিটিও তাদের কর্মকান্ড আপাতত স্থগিত রেখেছে। ফলে ধারণা করা যাচ্ছে যে, আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহার আগে ভার্সিটির সংকটের কোনও সুরাহা হচ্ছে না। এদিকে গ্রেফতারকৃত ৫৪ জন নিরীহ ছাত্রের দ্বিতীয় দফা ডিটেনশনকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে গেছে। গত ২৪ জানুয়ারী গভীর রাতে তাদের গ্রেফতার করে প্রায় এক সপ্তাহ পর একমাসের ডিটেনশন দেয়া হয়। শিবিরের রীট আবেদনের ভিত্তিতে কেন তাদের গ্রেফতার অবৈধ ঘোষণা করা হবে না মর্মে হাই কোর্ট চট্টগ্রামের ডিসির প্রতি কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করেন। জানা গেছে যে, ডিসির পক্ষ হতে জবাবদানের সময় প্রার্থনা করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে ডিটেনশনের সময় একমাস অতিক্রম হয়ে গেলে তাদের পুনরায় একসাথে ৩ মাসের ডিটেনশন দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। শিবিরসহ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য

২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

নেতৃবৃন্দ এবং সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ক'জন নিরীহ ছাত্রকে মুক্তি দিয়ে আলোচনায় বসার জন্য। কিন্তু তার পরিবর্তে নতুন বছরে ৩ মাসের ডিটেনশান সংকটকে আরও দীর্ঘায়িত করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে জোড়া খুনের ঘটনা তদন্তে গঠিত তদন্ত কমিটি আপাতত তাদের তদন্তকাজ স্থগিত করেছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারী কমিটি কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী গ্রহণ করে। গতকাল কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ ইনকিলাবকে জানান, তদন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য ডঃ মুনীর দেশের বাইরে অবস্থান করছেন, এজন্য তদন্তকাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

এছাড়া সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত লিয়াজোঁ কমিটিও কাজকর্ম বন্ধ রেখেছে বলে জানা গেছে। সূত্র মতে কমিটি বিবদমান প্রধান ছাত্র সংগঠন বিশেষত শিবির ছাত্রদলের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পায়নি। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ৫৪ জন ছাত্রের মুক্তি এবং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করে কোন আলোচনা অর্থহীন। এ অবস্থায় লিয়াজোঁ কমিটি কোন পথ দেখছে না বলে একজন সদস্য জানান।

এদিকে সুদীর্ঘ অচলাবস্থা ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সামগ্রিক শিক্ষার উপর। শত শত পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় সেশনজট ইতোমধ্যে ৩ বছর অতিক্রম করেছে। এছাড়া উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উচ্চতর শিক্ষার্থীরাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি ইনস্টিটিউটসহ ৩২টি বিভাগের চলতি সেশনের প্রায় আড়াই হাজার আসনে প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য এ বছর আবেদন করেছে মাত্র ২৮ হাজার ২২১ জন অর্থাৎ প্রতি আসনের বিপরীতে মাত্র ১৩ জন। এই সংখ্যা অন্য বছরের তুলনায় কয়েক হাজার কম। শুধু তাই নয়, বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। চলতি ১৯৯৯-২০০০ সেশন শুরু হয়েছে গত বছর জুন মাস থেকে। কিন্তু এই সেশনে ভর্তিচ্ছুদের ভর্তি পরীক্ষা কবে নাগাদ শুরু হবে কেউ বলতে পারছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘকালীন অচলাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সবাই দারুণভাবে উদ্বিগ্ন। গত পহেলা মার্চ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যথারীতি বেতন নিয়ে এসেছেন। অনেকে এ মর্মে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন যে, এভাবে বেতন নিতে নিজের কাছেই খারাপ লাগছে। আবার আওয়ামী লীগপন্থী কোন কোন শিক্ষক ঢেকুর তুলে বলছেন যে, অতীতে তো ৪/৫ মাসও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। এখন তো সবে কাটল আড়াই মাস।